তারিখ ... 21 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... ৬

সংবাদ

দারিদ্র্য : শিবচরে শ্রম বিক্রিতে নেমেছে ২০ হাজার শিশু শিক্ষার্থী

শিবশঙ্কর রবিদাস, শিবচর (মাদারীপুর)

অভাবের কারণে শিবচরের ৪টি চরাঞ্চলসহ বিভিন্ন গ্রামের গরিব পরিবারের অন্তত ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল বন্ধ করে শ্রম বিক্রিতে নেমেছে। শিবচরের প্রতিটি সড়ক উঁচু স্থানে কাকডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে তারা গৃহস্থদের পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজ করছে। ১০০ আঁটি পাটের আঁশ ছাড়ালে ৩০ টাকা, ২ বেলা খাবার এবং কোথাও আঁশ ছাড়ানো পাটকাঠির অর্ধেক মূল্য হিসেবে তাদের পরিশোধ করা হচ্ছে।

শিবচর পৌর এলাকার শেখ ফজিলাতুন নেসা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী চায়না আক্তার 'সংবাদ'কে জানায়, তার বাবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের নাইট গার্ড। তার একার আয়ে সংসার চলে না। তাই এক সপ্তাহ ধরে সে গৃহস্থদের পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজ করছে।

পাচ্চর সড়কের বাহাদুরপুর স্থানে পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজে নিয়োজিত প্রথম শ্রেণীর কেমলী, বিথী, বন্যা, দ্বিতীয় শ্রেণীর সুমন ও তৃতীয় শ্রেণীর শ্যামলীসহ অনেকে জানায়, তারা পাটের আঁশ ছাড়িয়ে অর্ধেক পাটখড়ি পায়। এসব দিয়ে কেউ ঘরের বেড়া, কেউ চুনকালি, কেউবা বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেবে বিক্রির জন্য।

শিবচর-উৎরাইল সড়কের চরশ্যামাইল নামক স্থানে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী সাহিনা, ইব্রাহিম, দ্বিতীয় শ্রেণীর জুবায়ের, শাকিল, তৃতীয় শ্রেণীর জুনায়েদ ও শাহাদাত জানান, প্রতিদিন তারা গড়ে ৫০ আঁটি পাটের আঁশ ছাড়ায়। বর্ষায় সব জমি ডুবে গেছে। যে পাটখড়ি তারা পাবে তা জমিয়ে বিক্রি করা হবে। চরশ্যামাইল এলাকার স্কুলছাত্রী রেহেনার নানি রাজিয়া জানান, 'বর্ষার এ সময়টাতে কাজ থাকে না। তাই গ্রামের সাড়ে ৩০০ পরিবারের প্রায় ৮০০ স্কুলের ছাত্রছাত্রী পাটের আঁশ ছাড়ায়। স্কুলতো সব সময় থাকে, পাট ছাড়ানোর কাজ সব সময় থাকে না। আগে কেউ এ কাজে পুলাপাইন নামাইতো না। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কারণে সবাই এ কাজে পুলাপানরে নামাইয়া দিছে।'

পাচ্চর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শামসুল ইসলাম জানান, দরিদ্রতার কারণেই ১০/১২ দিন ধরে পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজে ঝুঁকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। তার স্কুলের বিশেষ করে বাচামারা এলাকার ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী সকাল-বিকেল এ কাজ করে সংসার চালানোয় ভূমিকা রাখছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিয়ার রহমান জানান, শিবচরের ২১ হাজারের মধ্যে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। এ বছর মূলত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, শ্রমমূল্য বেড়ে যাওয়া ও শ্রমিক সঙ্কটের কারণে অন্তত ২০ হাজার শিক্ষার্থী পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজে নেমেছে।